অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : ইউনুস

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229

Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : ইউনুস

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

প্রধান চরিত্র ইউনুসের নাম অনুসারে কিতাবের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। এই কিতাবের রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না এবং কিতাবটিতে এমন কোন ইঙ্গিত বা সূত্র নেই যার মাধ্যমে লেখকের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। খুব সম্ভবত নিনেভে থেকে ফিরে আসার পর ইউনুসের নিজের বলা ঘটনাই হল কিতাবের ভিত্তির উৎস। বাদশাহ্ ২য় ইয়ারাবিমের রাজত্বের সময়ে (৭৮২-৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ইউনুস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (২ বাদশাহ্ ১৪:২৩-২৮ আয়াত দেখুন) এবং শিরাখ ৪৯:১০ (খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী থেকে) "বারো জন নবী" সম্পর্কে উল্লেখ আছে (অর্থাৎ ১২ জন ছোট নবী, যাদের মধ্যে ইউনুস হলেন পঞ্চম)। ইউনুস নবীর কিতাবটি অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগের মধ্যকার সময়ে লিখিত হয়েছে। এর চেয়ে আরও নির্ভুল তারিখের জোরালো প্রমাণ নেই।

বিষয়বস্তু

মাবুদ কেবল আমাদের জন্য অসীম দয়াশীল আল্লাহ্ নন (অর্থাৎ ইউনুস ও ইসরাইল জাতি), কিন্তু তাদের জন্যও (অ-ইহুদী নাবিক ও নিনেভের লোকেরা) অসীম দয়াশীল আল্লাহ্।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি

ইউনুস কিতাবের প্রধান উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌র করুণাপূর্ণ চরিত্রের উপর পাঠকদের ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাকে আকর্ষণ করা এবং আত্ম চেতনার মান যাতে তাদের চরিত্র এই করুণা প্রকাশ করে, যেন শেষে তারা দুনিয়ায় এই করুণার মাধ্যমে পরিণত হয় যা আল্লাহ্ প্রস্তুত করেছেন এবং এর প্রতি অত্যন্ত গভীর যত্ন নিয়েছেন।

নবী ইউনুস বাদশাহ্ দ্বিতীয় ইয়ারাবিমের রাজত্বের সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন (২ বাদশাহ্ ১৪:২৩-২৮) যিনি ৭৮২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ইসরাইলের উত্তর রাজ্য শাসন করেন। ইয়ারাবিম ছিলেন বাদশাহ্ যিহোয়াহসের নাতি, যিনি ইসরাইলে ৮১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৭৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। যিহোয়াহসের গুনাহ্‌র কারণে সিরিয়ার দ্বারা ইসরাইল নিপীড়িত হয়েছিল (২ বাদশাহ্ ১৩:৩)। কিন্তু আল্লাহ্‌র মহা করুণার কারণে (২ বাদশাহ্ ১৩:৪, ২৩) ইসরাইল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় এই অত্যাচার নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয় (২ বাদশাহ্ ১৩:৫)। এই মুক্তি এসেছিল একজন উদ্ধারকারীর মাধ্যমে (২ বাদশাহ্ ১৩:৫)। খুব

সম্ভবত তিনি ছিলেন আশেরিয়ার বাদশাহ্ ৩য় আদাদ-নিরারি (৮১০-৭৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। বাদশাহ্ ইয়ারাবিমের পিতা বাদশাহ্ যিহোয়াশ (৭৯৮-৭৮২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) সিরিয়ার অত্যাচার থেকে এই স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনেন এবং ইসরাইলের সীমানা বিস্তৃত করেন। যিহোয়াহসের কাছ থেকে শত্রুরা যে শহর দখল করেছিল তিনি তা পুনর্দখল করেন (২ বাদশাহ্ ১৩:২৫)। যদিও বাদশাহ্ ইয়ারাবিম যা করতেন তা মাবুদের দৃষ্টিতে মন্দ ছিল (২ বাদশাহ্ ১৪:২৪), তথাপি তাঁর পিতা যা করেছিলেন তার চেয়েও তিনি ইসরাইলকে আরও বেশি সম্প্রসারিত করেছিলেন। বাদশাহ্ দাউদ ও সোলায়মানের সময় ইসরাইল জাতি যেভাবে বিস্তার লাভ করেছিল তার সঙ্গে এর মিল রয়েছে (২ বাদশাহ্ ১৪:২৫): "ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদ তাঁর গোলাম গাৎ হেফরীয় অমিত্তয়ের পুত্র ইউনুস নবীর দ্বারা যে কথা বলেছিলেন" – এটি ছিল সেই রূপ (২ বাদশাহ্ ১৪:২৫)। এই ভাবে নবী ইউনুস আল্লাহ্‌র দোয়া পূর্ণ করুণার সাক্ষ্য সরাসরি তাঁর একগুঁয়ে লোকদের কাছে সম্প্রসারিত করেছিলেন।

আশেরীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কারণে আল্লাহ্‌র যত্নশীলতায় ইয়ারাবিমের পক্ষে এভাবে বিস্তার ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। আশেরীয় সাম্রাজ্য সিরীয় এবং উরিয়দের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এছাড়া সুদূর প্রসারী দুর্ভিক্ষ এবং আশেরীয় সাম্রাজ্যে অনেক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল (সেখানে আঞ্চলিক রাজ্যপালেরা সুস্পষ্টভাবে স্বায়ত্বশাসন করতেন)। এর পর তৃতীয় অশূর দানের রাজত্বের সময় (৭৭১-৭৫৬ খ্রী.পূ.) সূর্যের উজ্জ্বলতা হ্রাস পাওয়ায় অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। একই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত এই ঘটনাসমূহ ইউনুসের অনুতাপ করার আহ্বানে নিনেভেবাসীদের সাড়া দেবার বিষয়টিকে জোরালোভাবে সাহায্য করেছিল।

এর পর খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয় নি। অল্প কয়েক বছর পর তিগ্লৎ-পিলেষর (৭৪৫-৭২৭ খ্রী.পূ.) ঐ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন এবং আশেরীয় শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আর তাঁর পুত্র ৫ম শালমানেসার (৭২৭-৭২২ খ্রী.পূ.) বাদশাহ্ ৭২২ খ্রী.পূ. ইসরাইলকে জয় করার জন্য এবং সামেরিয়া ধ্বংস করার জন্য দায়ী ছিলেন। এই ভাবে ইউনুস এমন এক যুগে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যখন আশেরীয়রা তখনও পর্যন্ত তাদের ভয়ের

কারণ হয় নি এবং ইসরাইলীয়রা শান্তি এবং সৌভাগ্য উপভোগ করছিল আল্লাহ্‌র অসীম করুণার কারণে।

কিতাবটির ধরন

ইউনুস কিতাবের ধরন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিতাবটি রূপক হিসেবে পাঠ করা হয়। অন্যান্য কিছু বাস্তবতার প্রতীকে কল্পিত চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী অন্য জাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র কাজ সম্পাদন করতে অস্বীকার করা ইসরাইলের প্রতীক হলেন এই ইউনুস। এই মতের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হল, ইউনুস সুস্পষ্টভাবে ঐতিহাসিক বিষয় উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু কাল্পনিকভাবে কোন চিত্র অঙ্কন করেন নি (১:১-৩; ৩:২-১০; ৪:১১ আয়াতে উল্লেখিত ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক বর্ণনা দেখুন, এছাড়া ২ বাদশাহ্‌ ১৪:২৫ আয়াতের তুলনা করুন)। অন্য মত হল ইউনুস কিতাব হল উপদেশ মূলক গল্প যেখানে ঈমানদারদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন ইউনুসের মত না হয়। রূপক কাহিনীর মত উপদেশমূলক গল্প সমূহের ভিত্তিও কল্পনার উপরে প্রতিষ্ঠিত, তা ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের উপর নয়। উপদেশমূলক গল্পগুলো খুব সাধারণ গল্পের প্রতীকস্বরূপ, তাতে মাত্র একটি বিষয় থাকে। কিন্তু পক্ষান্তরে ইউনুস কিতাব সম্পূর্ণ মিশ্র এবং বিষয়বস্তুর বহুবিধ শিক্ষা প্রদান করে।

ইউনুসের কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনার সকল নিদর্শন রয়েছে। ইলিয়াস এবং আল-ইয়াসার সম্পর্কে ঘটনাগুলো ১ বাদশাহ্‌নামা কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। এতে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যে শব্দগুচ্ছ দিয়ে কিতাবটি শুরু হয়েছে (মাবুদের এই কালাম নাজেল হল) তা ইলিয়াসের সম্পর্কে বলা প্রথম দুটি ঘটনার মত একই রকম শব্দগুচ্ছ দিয়ে শুরু হয়েছে (১ বাদশাহ্‌ ১৭:২,৮) এবং একই ভাবে অন্য দিকে এটি অন্য ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায় ব্যবহার করা হয়েছে (যেমন ১ শামু ১৫:১০; ২ শামু ৭:৪ আয়াত)। দাঁড়কাকের মাধ্যমে ইলিয়াস নবীর জন্য রুটি ও গোশতের ব্যবস্থার মত (১ বাদশাহ্‌ ১৭:৬) ইলিয়াস এবং আল-ইয়াসার অসাধারণ ঘটনার বর্ণনা যেভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ঠিক সেভাবে ইউনুস নবীর জন্য মাছের দ্বারা পরিবহনের ব্যবস্থার অসাধারণ ঘটনার বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাস্তবিক ইউনুস নবীর কাহিনীর সঙ্গে ইলিয়াস এবং আল-ইয়াসার কাহিনী এত সাদৃশ্য রয়েছে যে, রাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে ইউনুস নবীর কালামের ঠিক পরেই যদি ইউনুস নবীর ঘটনা দ্বিতীয় বাদশাহ্‌নামা কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করা হত তাহলে যে কেউ এটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় বলে মনে করতো। অন্যান্য নবীর পরিচর্যা কাজের বর্ণনার মত ইউনুস নবীর কাহিনী ঐতিহাসিক হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

ইউনুস কিতাবের ঐতিহাসিক প্রকৃতির বাড়তি যুক্তি রয়েছে। ইউনুসের কাহিনীতে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ সমস্ত সৃষ্টির উপরে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ও কর্তৃত্বকারী। তবে এটি বলা খুব কঠিন হত যদি বস্তুত আল্লাহ্‌ তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য মাছ (১:১৭), গাছ (৪:৬), পোকা (৪:৭) এবং পূবের বাতাস (৪:৮) নিরূপণ না করতেন। যখন ঈসা মসীহ্‌ অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্য হিসেবে গল্পের উপকরণ ব্যবহার করেন তখন তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে নবী ইউনুসের কাহিনী থেকে শিক্ষা দেন (দেখুন মথি ১২:৪০-৪১)। এটি সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়েছে যখন ঈসা মসীহ্‌ দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেন যে, "নিনেভের লোকেরা বিচারে এই কালের লোকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে এদেরকে দোষী করবে, কেননা তারা ইউনুসের তবলিগে মন ফিরিয়েছিল" (মথি ১২:৪১)।

ইউনুসের কাহিনী কিন্তু নিছক ইতিহাসের জন্য ইতিহাস নয়। এটি স্পষ্টত উপদেশমূলক (রূপক এবং উপদেশমূলক ব্যাখ্যা যথার্থভাবে উল্লেখ করা হয়েছে); এর মানে হল ইউনুস কিতাবের কাহিনী পাঠকদেরকে প্রধানত উপদেশ গ্রহণ করতে বলে। প্রশ্নের পুনরুল্লেখ করার মাধ্যমে কিতাবের উপদেশ সম্পর্কিত চরিত্র আরও উজ্জ্বল হয়েছে, ১১ থেকে ১৪ আয়াত ইউনুসকে নির্দেশ করে এবং প্রশ্ন দিয়ে যে বর্ণনা শেষ হয়েছে তাতে পাঠকদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে বলা হয়েছে যে, কীভাবে তারা এই কাহিনীর প্রতি সাড়া দেবে।

মূল বিষয়বস্তুসমূহ

ইউনুস কিতাবের প্রধান বিষয়বস্তু হল – আল্লাহ্‌র করুণা অসীম। এই করুণা কেবল "আমাদের" মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু তাদের তা "তাদের" জন্যও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। কাহিনীর ধারাবাহিকতা এবং এর উপসংহার থেকে এটি পরিষ্কার যে: (১) সমগ্র কিতাবে আল্লাহ্‌র করুণার পাত্র হলেন ইউনুস এবং মূর্তিপূজক নাবিক এবং মূর্তিপূজক নিনেভের লোকেরাও আল্লাহ্‌র এই করুণার উপকার লাভকারী ছিল। (২) ইউনুসের কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে প্রশ্নের মাধ্যমে "আমি কি নিনেভের প্রতি মমতা করবো না . . . ?" (৪:১১)। এই ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষায় যুক্ত হয়েছে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন: এই কাহিনীর পাঠকদের কি সেই হৃদয় রয়েছে যে হৃদয় আল্লাহ্‌ রয়েছে? যেভাবে ইউনুস গাছটি অকালে শুকিয়ে যাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন (৪:১০), নিনেভের লোকদের প্রতি তিনি সেই ভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন নি। বিপরীত দিকে মূর্তিপূজক নাবিক (১:১৪), তাদের ক্যাপ্টেন (১:৬) এবং নিনেভের বাদশাহ্‌ (৩:৯) সকলেই উদ্বিগ্নতা দেখিয়েছিলেন যা ছিল মানব জাতির জন্য। এতে ইউনুসও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যেন তিনিও ধ্বংস হয়ে না যান।

অন্যান্য পৃথক কিছু প্রধান বিষয় এই কিতাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতা দুনিয়ার সমস্ত ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

- আল্লাহ্‌র দৃঢ় সঙ্কল্পের ফলে সমস্ত জাতির কাছে তাঁর কালাম উপস্থিত হয়।
- গুনাহের জন্যই সাধারণত মন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।
- বিশেষত আত্মকেন্দ্রিকতা এবং ভণ্ডামির কারণে মন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।
- যখন মানুষ মন পরিবর্তন করে তখন আল্লাহ্‌ দয়ার্দ্র হয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করেন।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

ইউনুসের মৃত্যু থেকে উদ্ধার লাভের বিষয়টি মসীহের পুনরুত্থানের সঙ্গে মিল রয়েছে (মথি ১২:৩৯-৪০)। নিনেভের লোকদের মন পরিবর্তন মসীহী যুগের পরজাতির লোকদের ব্যাপকভাবে মন পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেয় (মথি ২৮:১৮-২০; লূক ২৪:৪৭)।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইউনুস কিতাব হল সাহিত্য বিষয়ক এক অনুপম সৃষ্টিকর্ম। এই কাহিনীর কথাগুলো এত সরল যে, ছোট ছেলেমেয়েরাও খুব সহজে তা বুঝতে পারবে। হিব্রু কিতাবুল মোকাদ্দসে অন্য যে কোন কিতাবের মত এই কিতাবটির কাহিনীও উচ্চ মাত্রার বাস্তবমুখী সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত। লেখনী, গঠন প্রণালী, মানসিক অবস্থা, অতিশয়োক্তি, হতাশ জনক উক্তি, দ্বিরুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এবং লেখক তাঁর কালাম প্রকাশের জন্য অত্যন্ত বাগ্মিতাপূর্ণ কৌশল প্রয়োগ করেছেন।

কিতাবটির প্রধান ধরন হল প্রহসন বা বিদ্রূপ – মানুষের গুনাহ্‌ বা নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ। ইউনুস নবীর কিতাব থেকে বিদ্রূপের চারটি উপাদান গ্রহণ করা হয়েছে: (১) বিদ্রূপের পাত্র ব্যক্তি হলেন ইউনুস, তিনি যা প্রকাশ করেছেন তা হল গোঁড়ামি এবং অবাধ্যতা, যা আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতির লোকদের একচেটিয়া সম্পত্তি হিসেবে আল্লাহ্‌ বিবেচনা করেন (পুরাতন নিয়মে ইসরাইল জাতি)। (২) বিদ্রূপাত্মক বর্ণনামূলক মাধ্যম এবং কাহিনী। (৩) বিদ্রূপের ধরন বা মান যা ইউনুসের মন্দ আচরণের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে, এটি আল্লাহ্‌র চরিত্রকে তুলে ধরেছে। ইউনুস আল্লাহ্‌র সার্বজনীন দয়ার চিত্র অঙ্কিত করেছেন, যাঁর দয়া ও করুণা কোন নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। (৪) বিদ্রূপের কণ্ঠ, যার মধ্য দিয়ে হিসেবে উপহাসের পাত্র হিসেবে প্রকাশ করেছেন। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পালিয়ে গেলেন এবং তাকে মাছে গিলে ফেলল। একজন গোমড়ামুখো নবী হিসেবে তিনি অত্যন্ত ছেলেমানুষ ছিলেন। তিনি গাছের ছায়াবিহীন অবস্থায় থাকার কারণে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকে অধিকতর কাম্য মনে করেছিলেন।

লিখন শৈলী সংক্রান্ত পদ্ধতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। (১) ক্ষমতাপন্ন প্রসঙ্গ: অপ্রত্যাশিত প্রচুর উপাদান। উদাহরণস্বরূপ, ইউনুসের প্রতি মাছের কাজের বিশাল গুরুত্ব পেয়েছে তাকে গিলে ফেলার মাধ্যমে এবং ইউনুসের মন পরিবর্তনের ঘটনায়, যা আট শব্দের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে। (২) ব্যাপক বিদ্রূপ: উদাহরণস্বরূপ, ইউনুসের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত পেশা এবং তাঁর অসম্মানজনক আচরণ ও আল্লাহ্‌র সামনে বিদ্রূপের বিষয়টি বুঝতে পারার মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে। (৩) নবী ইউনুস যে আচরণ দেখিয়েছেন তা কেবল অসম্মানজনক নয়, সেই সাথে তা নিন্দার যোগ্যও বটে।

ইউনুস কিতাবের বিন্যাস

৭৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

নবী ইউনুস ইসরাইলের বাদশাহ্‌ ২য় ইয়ারাবিমের সমৃদ্ধশালী রাজনৈতিক রাজত্বের সময় ভবিষ্যদ্বাণী করেন (২ বাদশাহ্‌ ১৪:২৩-২৮)। এই সময়ে আশেরীয়রা সাম্রাজ্য অন্যত্র বৃদ্ধি করার জন্য ইসরাইলের পক্ষে ব্যাপকভাবে সিরিয়ার অঞ্চল দখল করার অনুমতি দেন। আল্লাহ্‌র ইউনুসকে আহ্বান করেছিলেন আশেরীয় মহা নগরী নিনেভেতে যাওয়ার জন্য, যেন সেখানে গিয়ে তিনি তাদের উপর যে শাস্তি নেমে আসছে সেই বিষয়ে তিনি তবলিগ করেন। নবী ইউনুস আল্লাহ্‌র এই আহ্বান এড়িয়ে যাবার জন্য জাহাজে চড়ে যাফো থেকে তর্শীশের উদ্দেশে রওনা হলেন। সম্ভবত তর্শীশের অবস্থান ছিল ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম দিকে। অবশেষে তিনি মাবুদের বাধ্য হলেন এবং তিনি আশেরীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল নিনেভের দিকে স্থলপথে রওনা হলেন।

প্রধান আয়াত: "তবে আমি কি নিনেভের প্রতি, ঐ মহানগরের প্রতি, দয়া করবো না? সেখানে এমন এক লক্ষ বিশ হাজারের বেশি মানুষ আছে, যারা ডান হাত থেকে বাম হাতের প্রভেদ জানে না; আর অনেক পশুও আছে" (৪:১১)।

প্রধান প্রধান লোক: ইউনুস, জাহাজের ক্যাপ্টেইন ও নাবিকগণ

প্রধান প্রধান স্থান: যাফো ও নিনেভে

কিতাবটির রূপরেখা:

১) নবীর অবাধ্যতা (১ অধ্যায়)
২) নবীর উদ্ধার (২ অধ্যায়)
৩) নবীর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সংবাদ ঘোষণা (৩ অধ্যায়)
৪) নবীর অসন্তুষ্টি (৪ অধ্যায়)

হযরত ইউনুসের পালিয়ে যাওয়া

১ ১ মাবুদের এই কালাম অমিত্তয়ের পুত্র
ইউনুসের কাছে নাজেল হল, ২ তুমি ওঠ,
নিনেভেতে, সেই মহানগরে যাও, আর নগরের
বিরুদ্ধে ঘোষণা কর, কেননা তাদের নাফরমানী
আমার সম্মুখে উঠেছে।
৩ কিন্তু ইউনুস মাবুদের সম্মুখ থেকে তর্শীশে
পালিয়ে যাবার জন্য উঠলেন; তিনি যাফোতে
নেমে তর্শীশে যাবে এমন একটি জাহাজ
পেলেন; তখন জাহাজের ভাড়া দিয়ে মাবুদের
সম্মুখ থেকে নাবিকদের সঙ্গে তর্শীশে যাবার
জন্য সেই জাহাজে প্রবেশ করলেন। ৪ কিন্তু
মাবুদ সমুদ্রে প্রচণ্ড বায়ু পাঠিয়ে দিলেন, সমুদ্রে
ভারী ঝড় উঠলো, এমন কি, জাহাজ ভেঙ্গে
যাবার উপক্রম হল। ৫ তখন নাবিকেরা ভয়
পেল, প্রত্যেকে নিজ নিজ দেবতার কাছে কাঁদতে

[১:১] মথি ১২:৩৯-৪১; ১৬:৪।
[১:২] নহূম ১:১।
[১:৩] জবুর ১৩৯:৭।
[১:৪] জবুর ১০৭:২৩-২৬।
[১:৫] প্রেরিত ২৭:১৮-১৯।

১:১ মাবুদের এই কালাম। দেখুন আয়াত ৩:১; হোসিয়া ১:১ আয়াত ও নোট। *ইউনুস।* দেখুন ভূমিকা: শিরোনাম; রচয়িতা ও সময়কাল। ইসরাইলের শিক্ষা ও নির্দেশনার জন্য নিনেভে নবী ইউনুসের অভিযানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে রচয়িতা সম্ভবত নবী ইউনুসকে ইসরাইল জাতির প্রতীক হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন, যে জাতিকে আল্লাহ্‌ অন্যান্য জাতিদের মধ্য থেকে ডেকে নিয়েছিলেন এই দুনিয়ার সমগ্র মানব সমাজের জন্য তাঁর দোয়া ও রহমতের মাধ্যম হয়ে ওঠার জন্য। এই বিবৃতিতে ইসরাইল জাতির লোকেরা যেন আয়নায় নিজেদেরকে দেখার মত করে খুঁজে পাবে। আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতির লোক হিসেবে তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অনুপম দোয়া, রহমত ও অধিকার লাভ করেছিল। কিন্তু তারা নিজেদের একগুঁয়েমি ও অবাধ্যতার কারণে এই অপূর্ব সুযোগ হারিয়ে ফেলেছিল। আর এ কারণেই ইসরাইল জাতিকে অবশ্যই জাতিগতভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে (যে বিচারের কথা নবীগণ ঘোষণা করেছেন) এবং এর পর সম্পূর্ণ নতুন ও পরিশোধিত হয়ে নতুন জন্ম গ্রহণ করতে হবে (যে ভবিষ্যদ্বাণী নবীগণ তাঁদের কিতাবে প্রকাশ করেছেন)। এর সাথে তুলনা করুন কাজী ১৩:১–১৬:৩১ আয়াত।

১:২ মহানগর। দেখুন আয়াত ৩:২; ৪:১১; এর সাথে ৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন। পয়দা ১০:১১ আয়াত অনুসারে নিনেভে নগরটি সর্ব প্রথম নির্মাণ করে সম্রাট নিম্রোদ এবং এটি শুরু থেকেই মহানগরী নামে পরিচিত ছিল (পয়দা ১০:১২ আয়াত ও নোট দেখুন)। আনুমানিক ৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট সনহেরীব এই নগরীটিকে আশেরিয়ার রাজধানী করেন এবং ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরিয়ার পতনের আগ পর্যন্ত তা রাজধানী হিসেবেই পরিচিত ছিল (দেখুন নাহূম কিতাবের ভূমিকা: পটভূমি)। নিনেভের অবস্থান নবী ইউনুসের জন্মস্থান গাৎ হেফর থেকে ৫০০ মাইলের বেশি (দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ১৪:২৫ আয়াত ও নোট)। এছাড়া যাফো থেকেও নিনেভের দূরত্ব ৫০০ মাইলের বেশি (দেখুন আয়াত ৩ ও নোট)। *তাদের নাফরমানী আমার সম্মুখে উঠেছে।* এর সাথে তুলনা করুন সাদুম ও আমুরা (পয়দা ১৮:২০-২১ আয়াত দেখুন এবং ১৮:২০ আয়াতের নোট দেখুন)। ইউনুস কিতাবে শুধুমাত্র নিনেভের দৌরাত্ম্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে (৩:৮), কিন্তু তার অন্যান্য মন্দতার বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয় নি (আয়াত ৩:৮, ১০)। পরবর্তী সময়ে নাহূম বলেন যে, নিনেভের গুনাহ্‌র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল মাবুদ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, যুদ্ধের সময় লুটতরাজ ও নৃশংসতা, বেশ্যাবৃত্তি, জাদুটোনা এবং অন্যান্য সাধারণ অপরাধ (নাহূম ১:১১; ২:১২-১৩; ৩:১, ৪, ১৬, ১৯ আয়াত এবং ৩:৩, ১০ আয়াতের নোট)।

১:৩ পালিয়ে যাবার জন্য। নবী ইউনুস ৪:২ আয়াতে এর কারণ উল্লেখ করেছেন। জবুর ১৩৯:৭-১২ আয়াতে মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার অসারতার ব্যাপারে বলা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *তর্শীশ।* সম্ভবত দক্ষিণ স্পেনের টার্টেসাস নগরী, যা জিব্রাল্টারের নিকটবর্তী একটি ফিনিশীয় খনির উপনিবেশ। নিনেভে থেকে বিপরীত দিকে যাত্রা করে নবী ইউনুস তাঁর বেহেশতী আরোপিত দায়িত্ব উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। *যাফো।* প্রেরিত ৯:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১:৪-১৬ সম্ভবত সামুদ্রিক ঝড়ের এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে একটি প্রতীকী চিত্র প্রকাশ পেয়েছে: এখানে আমরা দেখি পৌত্তলিক দুনিয়ার বহু জাতি (জাহাজের নাবিকেরা) যারা আল্লাহ্‌র বিচারের কারণে বিপদগ্রস্ত হয়েছে (যা এই ঝড়ের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে), যাদের মধ্যে রয়েছে ইসরাইল জাতিও (যার প্রতিনিধিত্ব করছেন নবী ইউনুস)। যদি ইউনুস (অর্থাৎ ইসরাইল জাতি) তাঁর লক্ষ্য যথাযথভাবে অর্জন না করেন, তাহলে নাবিকেরা (জাতিগণ) তাদের দেবতাদের ডাকতে ডাকতেই মারা যাবে। যেহেতু নবী ইউনুস তাঁর দায়িত্ব পালন না করে পালিয়ে যাচ্ছেন, সে কারণে অন্যদেরকে বাঁচাতে হলে তাঁকেই এখন "মরতে" হবে। দেখুন ১:১ আয়াতের নোট; এর সাথে তুলনা করুন প্রেরিত ২৭:১৩-৪৪ আয়াতের নোট।

১:৪-৫ যদিও নবী ইউনুসের দায়িত্ব ছিল পৌত্তলিক দুনিয়ার উপরে আল্লাহ্‌র আসন্ন বিচারের কথা ঘোষণা করা ও লোকদেরকে সতর্ক করে দেওয়া, তথাপি তিনি নিনেভে যেতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণেই মূলত জাহাজের নাবিকদের উপরে এই দুর্যোগ নেমে এসেছিল।

১:৪ মাবুদ সমুদ্রে প্রচণ্ড বায়ু পাঠিয়ে দিলেন। নবী ইউনুসের এই অভিযানে মাবুদ আল্লাহ্‌র সার্বজনীন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আরও বেশ কয়েকবার প্রকাশ পেয়েছে: বড় মাছ (আয়াত ১৭), মাছের মুখ থেকে নবী ইউনুসের উদ্ধার (আয়াত ২:১০), আঙ্গুরলতা (৪:৬), পোকা (৪:৭) এবং "উষ্ণ পূর্বীয় বায়ু" (৪:৮)।

১:৫ নিজ নিজ দেবতার কাছে। সম্ভবত এই নাবিকেরা

BACIB
International Bible CHURCH

লাগল, আর ভার লাঘবের জন্য জাহাজের মাল
সমুদ্রে ফেলে দিল। কিন্তু ইউনুস জাহাজের
খোলে নেমেছিলেন এবং সেখানে শয়ন করে
গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন।
৬ তখন জাহাজের ক্যাপ্টেন তাঁর কাছে এসে
বললেন, ওহে, তুমি যে ঘুমাচ্ছো তোমার কি
হল? ওঠ, তোমার আল্লাহ্‌কে ডাক; হয় তো
আল্লাহ্‌ আমাদের বিষয় চিন্তা করবেন ও আমরা
ধ্বংস হব না। ৭ পরে নাবিকেরা পরস্পর
বললো, এসো, আমরা গুলিবাঁট করি, তা হলে
জানতে পারব, কার দোষে আমাদের প্রতি এই
অমঙ্গল ঘটছে। পরে তারা গুলিবাঁট করলো, আর
ইউনুসের নামে গুলি উঠলো। ৮ তখন তারা
তাকে বললো, বল দেখি, কার দোষে আমাদের
প্রতি এই অমঙ্গল ঘটছে? তোমার ব্যবসা কি?
তুমি কোথা থেকে এসেছো? তুমি কোন্‌ দেশের
লোক? কোন্‌ জাতির লোক? ৯ তিনি তাদেরকে
বললেন, আমি এক জন ইবরানী; আমি মাবুদকে

[১:৬] ইউ ৩:৮।
[১:৭] শুমারী ৩২:২৩; ইউসা ৭:১০-১৮; ১শামু ১৪:৪২।
[১:৯] দানি ২:১৮; প্রেরিত ১৭:২৪।
[১:১২] ২শামু ২৪:১৭; ১খান্দান ২১:১৭।
[১:১৩] মেসাল ২১:৩০।
[১:১৪] দ্বি:বি ২১:৮।

ভয় করি, তিনি বেহেশতের আল্লাহ্‌, তিনি সমুদ্র
ও স্থল নির্মাণ করেছেন। ১০ তখন সেই লোকেরা
ভীষণ ভয় পেয়ে তাঁকে বললো, তুমি এ কি কাজ
করেছ? কেননা তিনি যে মাবুদের সম্মুখ থেকে
পালাচ্ছেন, তা তারা জানত, কারণ তিনি
তাদেরকে বলেছিলেন।
১১ পরে তারা তাঁকে বললো, আমরা তোমাকে
কি করলে সমুদ্র আমাদের প্রতি ক্ষান্ত হতে
পারে? কেননা সমুদ্র উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হয়ে
উঠছিল। ১২ তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে
ধরে সমুদ্রে ফেলে দাও, তাতে সমুদ্র তোমাদের
পক্ষে ক্ষান্ত হবে; কেননা আমি জানি, আমারই
দোষে তোমাদের উপরে এই ভারী ঝড় উপস্থিত
হয়েছে। ১৩ তবুও সেই লোকেরা জাহাজ ফিরিয়ে
ডাঙ্গায় নিয়ে যাবার জন্য ঢেউ কাটতে চেষ্টা
করতে লাগল; কিন্তু পারল না, কারণ সমুদ্র
তাদের বিপরীতে উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হয়ে উঠছিল।
১৪ এজন্য তারা মাবুদকে ডাকতে লাগল, আর

বিভিন্ন বন্দর থেকে এসেছিল এবং তারা একেক জন একেক দেবতার পূজা করতো (পয়দা ২৮:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:৬ জাহাজের ক্যাপ্টেন তাঁর কাছে এসে বললেন। পৌত্তলিক এই ক্যাপ্টেনটি জাহাজের সবার কথা চিন্তা করছিলেন, যার সাথে তুলনা করুন নিনেভের লোকদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে ঈমানদার নবী ইউনুসের অস্বীকৃতি।

১:৭ এসো, আমরা গুলিবাঁট করি। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গুলিবাঁট বা লটারি করা খুব প্রচলিত একটি পদ্ধতি ছিল। পদ্ধতি কেমন ছিল সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায় না, তবে খুব সম্ভবত ছোট ছোট কাঠি বা পাথর দিয়ে এই কাজটি করা হত। কোন একটি পাথর বা কাঠিতে চিহ্ন দেওয়া থাকতো এবং সকলকে একটি করে তুলে নিতে হত, যার হাতে যেটি পড়তো সে অনুসারে তার ভাগ্য নির্ধারণ করা হত (দেখুন হিজ ২৮:৩০; নহি ১১:১; মেসাল ১৬:৩৩; ইহি ২১:২১; প্রেরিত ১:২৬ আয়াত)। *ইউনুসের নামে গুলি উঠলো।* গুলিবাঁটের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ এই দুর্যোগের জন্য দায়ী ব্যক্তির নাম প্রকাশ করলেন (দেখুন ইউসা ৭:১৪-২৬ আয়াত এবং ৭:১৪ আয়াতের নোট; ১ শামু ১৪:৩৭-৪৪ আয়াত এবং ১৪:৩৭ আয়াতের নোট)।

১:৯ আমি এক জন ইবরানী। দেখুন পয়দা ১৪:১৩ আয়াত ও নোট। *আমি মাবুদকে ভয় করি ... বেহেশতের আল্লাহ্‌, তিনি সমুদ্র ও স্থল নির্মাণ করেছেন।* উযা ১:২ আয়াতের নোট দেখুন। নাবিকেরা বুঝতে পেরেছিল যে, নবী ইউনুস যার কথা বলছেন তিনি নিশ্চয়ই সাধারণ দেবতাদের চেয়েও অনেক উপরের স্তরের একজন ক্ষমতাশালী দেবতা। তারা খুব সহজেই ইউনুসের কথা বিশ্বাস করেছিল, কারণ মধ্য প্রাচ্যের প্রত্যেকটি প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মেই একজন সর্বশক্তিমান দেবতার কথা রয়েছে, যিনি সমুদ্রের উপরে কর্তৃত্ব করেন (ইউসা ৩:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। এটি ছিল নবী ইউনুসের প্রথম সাক্ষ্য বক্তব্য এবং এর পরে তিনি আরও কয়েকবার এমন সাক্ষ্য দান করেছেন (দেখুন ২:৯; ৪:২ আয়াত), যা পুরোপুরি মৌলিক সত্য প্রকাশ করে। মৌলিক সত্যের প্রতি তাঁর বিশ্বাস থাকলেও ইউনুস নিনেভে তাঁর দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

১:১০ তুমি এ কি কাজ করেছ? এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে মূলত নবী ইউনুসকে অভিযোগ করা হয়েছে।

১:১২ আমাকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দাও। জাহাজের নাবিকদের জীবন রক্ষার জন্য নির্দ্বিধায় নিজের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাথে তুলনা করুন, নিনেভে নগরীর আসন্ন ধ্বংস দেখার জন্য তিনি কীভাবে কঠিন হৃদয় নিয়ে নগরী থেকে বের হয়ে দূরে গিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন (আয়াত ৪:৫ ও নোট দেখুন)।

১:১৩ ঢেউ কাটতে চেষ্টা করতে লাগল। এখানে যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা মূলত মাটি খনন করা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্য গিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের কতটা কষ্ট করতে হয়েছিল। জাহাজটি পালের সাহায্যে বা দাঁড়ের সাহায্যে কিংবা দুটো দিয়েই চালানো যেত। জাহাজের নাবিকেরা প্রথম সুযোগেই ইউনুসকে জাহাজ থেকে ফেলে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে নিজেদের চেষ্টায় জাহাজটিকে রক্ষা করতে চাচ্ছিল। কিন্তু অপরদিকে তুলনা করুন নিনেভের উপরে আল্লাহ্‌র আসন্ন বিচার ঘোষণা করতে নবী ইউনুস কেমনভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

১:১৪ তারা মাবুদকে ডাকতে লাগল। এর আগে নাবিকেরা তাদের নিজ নিজ দেবতাদেরকে ডাকছিল (আয়াত ৫ ও নোট দেখুন), কিন্তু এখন তারা কোন

বললো, ফরিয়াদ করি, হে মাবুদ, ফরিয়াদ করি,
এই ব্যক্তির প্রাণের জন্য আমাদের বিনাশ না
হোক এবং আমাদের উপরে নির্দোষের রক্ত অর্পণ
করো না; কেননা, হে মাবুদ, তুমি তোমার
ইচ্ছামত কাজ করেছ। ১৫ পরে তারা ইউনুসকে
ধরে সমুদ্রে ফেলে দিল, তাতে সমুদ্র থামল, আর
প্রচণ্ড হল না। ১৬ তখন সেই লোকেরা মাবুদকে
ভীষণ ভয় করতে লাগল; আর তারা মাবুদের
উদ্দেশে কোরবানী করলো এবং নানা মানত
করলো।
১৭ আর মাবুদ ইউনুসকে গ্রাস করার জন্য
একটা বড় মাছ ঠিক করে রেখেছিলেন; সেই
মাছের উদরে ইউনুস তিন দিন ও তিন রাত
রইলেন।

হযরত ইউনুসের মুনাজাত

২ ১ তখন ইউনুস ঐ মাছটির উদরে থেকে তাঁর
আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে মুনাজাত করলেন।

[১:১৫] জবুর ১০৭:২৯; লূক ৮:২৪।
[১:১৬] মার্ক ৪:৪১।
[১:১৭] ইউ ৪:৬, ৭।
[২:২] মাতম ৩:৫৫।
[২:৩] জবুর ৮৮:৬।
[২:৪] জবুর ৩১:২২; ইয়ার ৭:১৫।
[২:৫] জবুর ৬৯:১-২।

তিনি বললেন,
২ আমি সঙ্কটে মাবুদকে ডাকলাম,
আর তিনি আমাকে জবাব দিলেন;
আমি পাতালের উদর থেকে আর্তনাদ
করলাম,
তুমি আমার ফরিয়াদ শুনলে। ৩ তুমি
আমাকে অগাধ পানিতে, সমুদ্র-গর্ভে
নিক্ষেপ করলে,
আর স্রোত আমাকে বেষ্টন করলো,
তোমার সকল ঢেউ, তোমার সকল তরঙ্গ,
আমার উপর দিয়ে বয়ে গেল।
৪ আমি বললাম, আমি তোমার দৃষ্টি সীমা
থেকে দূরীভূত,
তবুও পুনরায় তোমার পবিত্র এবাদতখানার
দিকে দৃষ্টিপাত করবো।
৫ জলরাশি আমাকে ঘিরে ধরলো, প্রাণ পর্যন্ত
উঠলো,

উপায়ন্তর না দেখে নবী ইউনুসের আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত ও ফরিয়াদ জানাতে শুরু করল।

১:১৬ সেই লোকেরা মাবুদকে ভীষণ ভয় করতে লাগল। এখানে এমনটা বলা হয় নি যে, নাবিকেরা তাদের অন্যান্য দেবতাদেরকে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল (এর সাথে তুলনা করুন নামানের প্রতিক্রিয়া; দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ৫:১৫ আয়াত ও নোট)। প্রাচীন পৌত্তলিক মানুষেরা বহু দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো এবং নতুন কোন ক্ষমতাশালী দেবতার পরিচয় পেলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তার অনুসারী হয়ে পড়তো। অন্ততপক্ষে নাবিকেরা বুঝতে পেরেছিল যে, যে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে তা নবী ইউনুসের আল্লাহ্‌ই নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনিই ঝড়টি উঠিয়েছেন এবং তিনিই আবার তা থামিয়ে দিয়েছেন, এ ব্যাপারটি বুঝতে পেরে তারা মাবুদ আল্লাহ্‌র এবাদত করতে শুরু করলো।

১:১৭ মাবুদ ... ঠিক করে রেখেছিলেন। এই শব্দগুচ্ছটি ৪:৬-৮ আয়াতেও দেখা যায়। *বড় মাছ।* এই আয়াতের হিব্রু শব্দটি এবং মথি ১২:৪০ আয়াতের গ্রীক শব্দ, দুটো দিয়েই বড় মাছ বোঝানো হয়ে থাকে, কিন্তু তা যে তিমি মাছই হতে হবে এমন নয়। এই বড় মাছটিকে সমুদ্রের তলদেশে বাসকারী “সাপ” আলাদা করে দেখানো হয়েছে (আমোস ৯:৩) – যার আরেক নাম “লিবিয়াথন” (ইশা ২৭:১), “নাগ” (আইউব ৭:১২; জবুর ৭৪:১৩; ইহি ৩২:২ আয়াত দেখুন)। *তিন দিন ও তিন রাত।* এখানে যে বাক্যাংশটি ব্যবহার করা হয়েছে তা মথি ১২:৪০ আয়াতেও দেখা যায়, যেখানে একটি পূর্ণ দিন এবং তার আগের ও পরের দিনটি অর্ধাংশ বোঝানো হয়েছে (মথি ১২:৪০; ১ করি ১৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। তবে যেমনটাই বোঝানো হোক না কেন, ইঞ্জিল শরীফে নবী ইউনুসের মাছের পেটে খাবার অভিজ্ঞতাটি দিয়ে প্রতীকী অর্থে প্রভু ঈসা মসীহের কবরপ্রাপ্তি ও পুনরুত্থান নির্দেশ করা হয়েছে, যিনি তিন দিন ও তিন রাত কবরে ছিলেন (মথি ১২:৪০; আরও দেখুন মথি ১৬:৪; লূক ১১:২৯-৩০ আয়াত ও ১১:৩০ আয়াতের নোট)।

২:১ মুনাজাত করলেন। ভূমধ্য সাগরে ইউনুসের ডুবে মরতে হয় নি বলে তিনি মাবুদের কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে মুনাজাত করলেন (আয়াত ২-৯ ও নোট দেখুন)। অন্যান্য কিতাবে “মুনাজাত করলেন” কথাটির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে দেখুন ১ শামু ২:১ আয়াত ও নোট।

২:২-৯ ভূমধ্য সাগরে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয় নি বলে নবী ইউনুস এই গজলের মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। এ সময় তিনি স্মরণ করলেন তাঁর আগের মুনাজাতের কথা, যা তিনি সমুদ্রের পানিতে ডুবে যেতে যেতে করছিলেন। তিনি জানেন যে, মৃত্যুই তাঁর জন্য উপযুক্ত। আর এ কারণে মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁকে এই অনুপম রহমত দান করায় তিনি আরও বেশি কৃতজ্ঞ। এই গজলটির ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, নবী ইউনুস জবুর শরীফের সাহিত্য শৈলীর সাথে পরিচিত।

২:২ আমি ... ডাকলাম ... তিনি আমাকে জবাব দিলেন। জবুর ১১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *পাতালের উদর থেকে।* প্রতীকী অর্থে এখানে সমুদ্রের গভীরে নবী ইউনুসের মৃত্যুর কাছাকাছি অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে (দেখুন জবুর ৩০:৩ আয়াত ও নোট)। এর সাথে দেখুন পয়দা ৩৭:৩৫ আয়াত ও নোট)।

২:৩ তুমি আমাকে ... নিক্ষেপ করলে ... তোমার সকল ঢেউ। নবী ইউনুস বুঝতে পেরেছিলেন যে, জাহাজের নাবিকেরা ছিল (১:১৫ আয়াত) মাবুদ আল্লাহ্‌র বিচার সাধনের উপকরণ।

২:৪ তবুও পুনরায় তোমার পবিত্র এবাদতখানার দিকে দৃষ্টিপাত করবো। জবুর শরীফের মুনাজাতে প্রায় একই ধরনের আশাপূর্ণ প্রত্যাশার কথা খুঁজে পাওয়া যায়

জলধি আমাকে বেষ্টন করলো,
লতাগুল্ম আমার মাথায় জড়াল।
৬ আমি পর্বতমালার মূল পর্যন্ত নেমে গেলাম;
আমার পিছনে দুনিয়ার অর্গলগুলো চিরতরে
বন্ধ হল;
তবুও, হে আমার আল্লাহ্‌ মাবুদ,
তুমি আমার প্রাণকে কূপ থেকে উঠালে।
৭ আমার প্রাণ অবসন্ন হলে আমি মাবুদকে
স্মরণ করলাম,
আর আমার মুনাজাত তোমার কাছে,
তোমার পবিত্র এবাদতখানায় উপস্থিত হল।
৮ যারা মিথ্যা দেবদেবী মানে,
তারা নিজের দয়ানিধিকে পরিত্যাগ করে;
৯ কিন্তু আমি তোমার উদ্দেশে প্রশংসা-গজল
সহ কোরবানী করবো;
আমি যে মানত করেছি, তা পূর্ণ করবো;
মাবুদেরই কাছেই উদ্ধার।
১০ পরে মাবুদ সেই মাছটিকে হুকুম করলেন,
আর সে ইউনুসকে শুকনো ভূমির উপরে বমি

[২:৬] আইউ ১৭:১৬; ৩৩:১৮; জবুর ৩০:৩।
[২:৭] জবুর ৭৭:১১-১২।
[২:৮] দ্বিঃবি ৩২:২১; ১শামু ১২:২১।
[২:৯] জবুর ৫০:১৪, ২৩; ইব ১৩:১৫।
[৩:১] ইউ ১:১।
[৩:৪] ইয়ার ১৮:৭-১০।
[৩:৫] দানি ৯:৩; মথি ১১:২১; ১২:৪১; লূক ১১:৩২।

করে দিল।

নিনেভেতে হযরত ইউনুসের ঘোষণা ও তার ফল

৩ ১ পরে দ্বিতীয়বার মাবুদের কালাম
ইউনুসের উপর নাজেল হল; ২ তিনি
বললেন, তুমি উঠ, নিনেভেতে, সেই মহানগরে
যাও, আর আমি তোমাকে যা ঘোষণা করতে
বলি, তা সেই নগরের উদ্দেশে ঘোষণা কর।
৩ তখন ইউনুস মাবুদের কালাম অনুসারে
নিনেভেতে গেলেন। নিনেভে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে
মহানগর, সেখানে তার এক পাশ থেকে অন্য
পাশে হেঁটে যেতে তিন দিন লাগত। ৪ পরে
ইউনুস নগরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে এক
দিনের পথ গেলেন এবং ঘোষণা করলেন যে,
'আর চল্লিশ দিন গত হলে নিনেভে উৎপাটিত
হবে।'
৫ তখন নিনেভে শহরের লোকেরা আল্লাহ্‌র
উপরে ঈমান আনলো; তারা রোজা ঘোষণা
করলো এবং মহান থেকে ক্ষুদ্র পর্যন্ত সকলে চট

(উদাহরণস্বরূপ দেখুন জবুর ৫:৭; ২৭:৪-৬ আয়াত)। এখানে "পবিত্র এবাদতখানা" বলতে সম্ভবত ৭ আয়াতের উল্লিখিত জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দসের কথা বলা হয়েছে। ইসরাইলীয়রা এই দুটো শব্দকেই মাবুদ আল্লাহ্‌র বাসস্থান বলে উচ্চারণ করতো (দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ৮:৩৮-৩৯ আয়াত)।

২:৬ কূপ। কবর অর্থে বলা হয়েছে (দেখুন ২ আয়াতের নোট; এর সাথে দেখুন জবুর ২৮:১; ৩০:১-৩ আয়াত ও ৩০:১ আয়াতের নোট)।

২:৭ পবিত্র এবাদতখানা। দেখুন আয়াত ৪ ও নোট।

২:৯ কোরবানী ... মানত। তুলনা করুন নাবিকদের "কোরবানী" ও "মানত" (১:১৬)। *আমি যে মানত করেছি।* জবুর শরীফে যে সমস্ত মুনাজাত করা হত সেগুলোর সাথে সাধারণত মানত করা হত এবং শুকরিয়া কোরবানীর উল্লেখ থাকত (উদাহরণস্বরূপ দেখুন জবুর ৫০:১৪ আয়াত ও নোট; ৫৬:১২; ৬১:৮; ৬৫:১; ৬৬:১৩-১৫; ১১৬:১২-১৯ আয়াত)। *তা পূর্ণ করবো।* জবুর ৭৬:১১; হেদায়েত ৫:১-৭ আয়াত দেখুন। *মাবুদেরই কাছেই উদ্ধার।* নবী ইউনুসের শুকরিয়া গজলের সমাপ্তি এবং তাঁর দ্বিতীয় সাক্ষ্য বক্তব্যটি একই সাথে প্রকাশ পেয়েছে (১:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। কিতাবটির আক্ষরিক অর্থেই ঠিক মধ্যবর্তী আয়াতে এই বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছে, যেহেতু এই বক্তব্যের মাঝেই পুরো কিতাবটির ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি অবস্থান করছে।

৩:১ মাবুদের কালাম। দেখুন আয়াত ১:১ ও নোট।

৩:২ মহানগর। দেখুন আয়াত ১:২ ও নোট। *আমি তোমাকে যা ঘোষণা করতে বলি ... ঘোষণা কর।* একজন নবী হলেন মাবুদ আল্লাহ্‌র বার্তা ঘোষণাকারী, তিনি যে নেহায়েত ভবিষ্যতের কী ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে আভাস দেন তা শুধু নয়।

৩:৩ মাবুদের কালাম অনুসারে নিনেভেতে গেলেন। তবে এখনও তাঁর অন্তরে কঠিনতা রয়েছে, অর্থাৎ নিনেভের লোকেরা ধ্বংস হয়ে যাক এমনটাই তিনি চাইছিলেন (আয়াত ৪:১-৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *মহানগর।* ৪:১১ আয়াত দেখুন, যেখানে বলা হয়েছে এই নগরীর জনসংখ্যা ছিল ১,২০,০০০ এরও বেশি। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে, নিনেভে নগরটির পরিধি ছিল প্রায় আট মাইল। তবে "তার এক পাশ থেকে অন্য পাশে হেঁটে যেতে তিন দিন লাগত" কথাটির মধ্য দিয়ে সম্ভবত আরও বড় আয়তন নির্দেশ করা হয়েছে। সম্ভবত এখানে নিনেভে, রহোবৎ, কালেহ্‌ এবং রৎসীন এই চারটি নগরীকে এক সাথে নির্দেশ করা হয়েছে, যার কথা পয়দা ১০:১১-১২ আয়াতে পাওয়া যায়। চারটি নগরী নিয়ে এই বৃহত্তর নিনেভের পরিধি ছিল প্রায় ষাট মাইলের মত। অপরদিকে "তিন দিন" বলতে হয়তোবা সাধারণভাবে মধ্যম দৈর্ঘ্য বোঝানো হয়েছে (পয়দা ৩০:৩৫; হিজ ৩:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন; ইউসা ৯:১৬-১৭ আয়াত দেখুন)।

৩:৫-৬ রোজা ঘোষণা করলো ... চট পরলো ... ভস্মে বসলেন। এগুলো ছিল নিজেকে নম্র করা ও অনুতাপ করার চিহ্ন (১ বাদশাহ্‌ ২১:২৭; নহিমিয়া ৯:১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:৫ আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান আনলো। সম্ভবত এর অর্থ এই যে, নিনেভের লোকেরা সত্যিকার অর্থেই মন পরিবর্তন করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরেছিল (তুলনা করুন মথি ১২:৪১ আয়াত)। অপরদিকে আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের বিশ্বাসের সাথে জাহাজের নাবিকদের আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়ের তেমন কোন পার্থক্য ছিল না (১:১৬ আয়াতের নোট

BACIB | International Bible CHURCH

পরলো।
৬ আর সেই বার্তা নিনেভের বাদশাহ্‌র কাছে
পৌঁছালে পর তিনি তাঁর সিংহাসন থেকে উঠলেন,
শরীরের শাল রেখে দিলেন এবং চট পরে ভস্মে
বসলেন। ৭ আর তিনি নিনেভেতে বাদশাহ্‌র ও
তাঁর রাজ-কর্মচারীদের হুকুমে এই কথা
উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করালেন, মানুষ ও গোমেষাদি
পশু কেউ কিছু আস্বাদন না করুক, ভোজন বা
পানি গ্রহণ না করুক; ৮ কিন্তু মানুষ ও পশু চট
পরে যথাশক্তি আল্লাহ্‌কে ডাকুক, আর প্রত্যেকে
নিজ নিজ কুপথ ও নিজ নিজ খারাপ পথ ও
দৌরাত্ম্য থেকে ফিরে আসুক। ৯ হয় তো, আল্লাহ্‌
ক্ষান্ত হবেন, মন পরিবর্তন করবেন ও তাঁর জ্বলন্ত
ক্রোধ থেকে নিবৃত্ত হবেন, তাতে আমরা বিনষ্ট
হব না।
১০ তখন আল্লাহ্‌ তাদের কাজ, তারা যে নিজ
নিজ কুপথ থেকে বিমুখ হল, তা দেখলেন, আর
তাদের যে অমঙ্গল করবেন বলেছিলেন, সেই
বিষয়ে অনুশোচনা করলেন; তা করলেন না।

হযরত ইউনুসের রাগ

৪ ১ কিন্তু এতে ইউনুস মহা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ
হলেন। ২ তিনি মাবুদের কাছে মুনাজাত
করে বললেন, হে মাবুদ, ফরিয়াদ করি, আমি
স্বদেশে থাকতে কি এই কথাই বলি নি? সেজন্য
দ্রুত তর্শীশে পালাতে গিয়েছিলাম; কেননা আমি
জানতাম, তুমি কৃপাময় ও স্নেহশীল আল্লাহ্‌,
ক্রোধে ধীর ও অটল মহব্বতে মহান এবং
অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনাকারী। ৩ অতএব
এখন, হে মাবুদ, ফরিয়াদ করি, আমা থেকে
আমার প্রাণ হরণ কর, কেননা আমার জীবনের
চেয়ে মরণ ভাল। ৪ মাবুদ বললেন, তুমি ক্রোধ
করে কি ভাল করছো? ৫ তখন ইউনুস নগরের
বাইরে গিয়ে নগরের পূর্ব দিকে বসে রইলেন;
সেখানে তিনি নিজের জন্য একটি কুটির তৈরি
করে তার নিচে ছায়াতে বসলেন, নগরের কি
দশা হয় দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে
লাগলেন।
৬ তখন মাবুদ আল্লাহ্‌ একটি এরণ্ড গাছ
নিরূপণ করলেন; আর সেই গাছটি বাড়িয়ে
ইউনুসের উপরে আনলেন, যেন তাঁর মাথার
উপরে ছায়া হয়, যেন তাঁর কষ্ট থেকে তাঁকে
উদ্ধার করা হয়। আর ইউনুস সেই এরণ্ড গাছটির
জন্য বড় খুশি হলেন। ৭ কিন্তু পর দিন সূর্য
ওঠার সময় আল্লাহ্‌ একটি কীট নিরূপণ করলেন,

[৩:৬] ইষ্টের ৪:১-৩; আইউ ২:৮, ১৩; ইহি ২৭:৩০-৩১।
[৩:৭] ২খান্দান ২০:৩; উজা ১০:৬।
[৩:৮] জবুর ১৩০:১; ইউ ১:৬।
[৩:৯] ২শামু ১২:২২।
[৩:১০] আমোষ ৭:৬।
[৪:১] আয়াত ৪; মথি ২০:১১; লূক ১৫:২৮।
[৪:২] ইয়ার ২০:৭-৮।
[৪:৩] শুমারী ১১:১৫।
[৪:৪] পয়দা ৪:৬; মথি ২০:১১-১৫।
[৪:৬] ইউ ১:১৭।
[৪:৭] যোয়েল ১:১২।

দেখুন)। অন্ততপক্ষে তারা নবী ইউনুসের সতর্ক বার্তা তামাশা বলে উড়িয়ে না দিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল এবং সে অনুসারে কাজ করেছিল – যা ইসরাইল জাতি করে নি।

৩:৬ নিনেভের বাদশাহ্‌। অর্থাৎ আশেরিয়ার বাদশাহ্‌।

৩:৮ পশু। মুনাজাতে গবাদি পশুদেও অন্তর্ভুক্ত করা ছিল একেবারেই অস্বাভাবিক একটি বিষয় এবং এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় নিনেভের লোকেরা নিজেদের রক্ষা করার জন্য কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

৩:৯ অনেক সময় আল্লাহ্‌ তাঁর ঘোষিত শাস্তি মওকুফ করার মধ্য দিয়ে লোকদের মন পরিবর্তন ও অনুশোচনার মুনাজাতের উত্তর দিয়ে থাকেন (আয়াত ১০)। ইয়ার ১৮:৭-১০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১০ তাদের যে অমঙ্গল করবেন বলেছিলেন ... তা করলেন না। দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ২১:২৮-২৯ আয়াত ও ২১:২৯ আয়াতের নোট; এর সাথে দেখুন নাহূম কিতাবের ভূমিকা: পটভূমি; নাহূম ৩:১৯ আয়াত ও নোট।

৪:১ ক্রুদ্ধ হলেন। নবী ইউনুস এ কারণেই রেগে গেলেন যে, ইসরাইলের দুশমন হওয়া সত্ত্বেও নিনেভের লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌ সহানুভূতিশীল হলেন। তিনি চেয়েছিলেন আল্লাহ্‌ যেন শুধুমাত্র ইসরাইল জাতির প্রতি তাঁর মঙ্গলময়তা প্রকাশ করেন, ই-ইহুদীদের বা পরজাতীয়দের প্রতি নয়।

৪:২ মাবুদের কাছে মুনাজাত করে বললেন। এখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে মুনাজাত করছেন, দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে নয় (দেখুন আয়াত ২:১-২ এবং ২:২ আয়াতের নোট)। *আমি স্বদেশে থাকতে কি এই কথাই বলি নি?* দেখুন আয়াত ১:৩ ও নোট। *কৃপাময় ও স্নেহশীল।* দেখুন হিজ ৩৪:৬-৭ আয়াত ও নোট। এটিই নবী ইউনুসের তৃতীয় ও সর্বশেষ সাক্ষ্য বক্তব্য (দেখুন ১:৯; ২:৯ আয়াত ও নোট)। *ক্রোধে ধীর।* এর তুলনায় নবী ইউনুস খুব সহজে রেগে যান (আয়াত ১, ৯ দেখুন)।

৪:৩ আমার প্রাণ হরণ কর। দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ১৯:৪ আয়াত ও নোট (নবী ইলিয়াস)। নবী ইউনুসের কাছে নিনেভের লোকদের প্রতি মাবুদ আল্লাহ্‌র রহমত প্রকাশের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌ আর ইসরাইলের পক্ষে নেই। মাত্র কয়েক দিন আগেই নবী ইউনুস তাঁর মৃত্যু থেকে উদ্ধার লাভের কারণে আনন্দ প্রকাশ করে মুনাজাত করেছেন (২:২-৯), আর এখন নিনেভের লোকেরা বেঁচে যাওয়ার কারণে তিনি নিজের মৃত্যু কামনা করছেন।

৪:৫ কুটির। সম্ভবত এই কুটির খুব বেশি ছায়া দিতে পারতো না, যা পরবর্তী আয়াত থেকে বোঝা যায়। আরও বেশি ছায়া দেওয়ার জন্য মাবুদ আল্লাহ্‌ একটি ঝাকড়া পাতাওয়ালা গাছ তৈরি করে দিলেন (আয়াত ৬)। দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তখনও নবী ইউনুস আশা করছিলেন যে, নিনেভে নগরী ধ্বংস হয়ে যাবে।

৪:৬ মাবুদ আল্লাহ্‌ ... নিরূপণ করলেন। এ ধরনের ভাষা আরও দেখা যায় আয়াত ৭-৮; ১:১৭ আয়াতে। *এরণ্ড গাছ।* ঝাকড়া পাতা বিশিষ্ট এক ধরনের গাছ, যা প্রশস্ত জায়গা জুড়ে ছায়া দেয়। সম্ভবত এটি মূলত ক্যাস্টর তেলের গাছ, যা ১২ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। আল্লাহ্‌ ধীরে

সে ঐ এরণ্ড গাছটিকে দংশন করলে তা শুকিয়ে
গেল। ৮ পরে যখন সূর্য উঠলো, আল্লাহ্‌ উষ্ণ
পূর্বীয় বায়ু নির্ধারণ করলেন, তাতে ইউনুসের
মাথায় এমন রৌদ্র লাগল যে, তিনি অত্যন্ত দুর্বল
হয়ে নিজের মৃত্যুর জন্য মুনাজাত করে বললেন,
আমার জীবনের চেয়ে মরণ ভাল।

আল্লাহ্‌র মমতা

৯ তখন আল্লাহ্‌ ইউনুসকে বললেন, তুমি এরণ্ড
গাছটির জন্য ক্রোধ করে কি ভাল করছো? তিনি
বললেন, মৃত্যু পর্যন্ত আমার ক্রোধ করাই ভাল।

[৪:৮] ১বাদশা ১৯:৪।

[৪:১১] ইউ ৩:১০। ২৩।

১০ মাবুদ বললেন, তুমি এই এরণ্ড গাছের জন্য
কোন শ্রম কর নি এবং এটা বাড়িয়ে তোল নি;
এটি এক রাতে উৎপন্ন ও এক রাতে উচ্ছিন্ন হল,
তবুও এর প্রতি তোমার দয়াবোধ জেগে
উঠেছে। ১১ তবে আমি কি নিনেভের প্রতি, ঐ
মহানগরের প্রতি, দয়া করবো না? সেখানে এমন
এক লক্ষ বিশ হাজারের বেশি মানুষ আছে, যারা
ডান হাত থেকে বাম হাতের প্রভেদ জানে না;
আর অনেক পশুও আছে।

ধীরে তাঁর একগুঁয়ে নবীর যত্ন আরও বাড়াতে লাগলেন।

৪:৮ আমার জীবনের চেয়ে মরণ ভাল। ৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:১০ এক রাতে উৎপন্ন ও এক রাতে উচ্ছিন্ন হল। ক্ষণস্থায়িত্বের প্রতীক।

৪:১১ তবে আমি কি ... দয়া করবো না? আয়াত ২ অনুসারে এর উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ। আল্লাহ্‌ প্রথম কথাটি বলেছিলেন (আয়াত ১:১-২ দেখুন) এবং শেষ কথাটিও তিনিই বললেন। তিনি নবী ইউনুসকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার মধ্য দিয়ে নিনেভের অধিবাসীদের প্রতি তাঁর দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছ। নবী ইউনুসের প্রতি যে বক্তব্য তিনি রেখেছেন তাতে করে স্পষ্ট হয় যে, তিনি মানুষ ও পশু সকলের জন্যই চিন্তা করেছেন। মাবুদ আল্লাহ্‌ যে শুধু মানুষ ও পশু উভয়ের প্রতি দয়া করেছেন তা নয় (জবুর ৩৬:৬; দেখুন নহিমিয়া ৯:৬; জবুর ১৪৫:১৬), সেই সাথে তিনি মন্দ লোকদের মৃত্যুতে মোটেও আনন্দিত হন না, কিন্তু তিনি চান যেন তারা তাদের জীবন পরিবর্তন করে (ইহি ৩৩:১১; দেখুন ইহি ১৬:৬; ১৮:২৩; ৩৩:১১ আয়াত ও নোট; তুলনা করুন ২ পিতর ৩:৯ আয়াত ও নোট)। ইউনুস ও তাঁর স্বজাতি ইসরাইলীয়রা সব সময়ই ইসরাইল জাতির উপরে আল্লাহ্‌র সমস্ত অনুগ্রহ ও দয়ার জন্য আনন্দিত ছিল, কিন্তু তারা সব সময় চাইত যেন ইসরাইলের দুশমনদের উপরে আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হয়। এখানে আল্লাহ্‌ তাঁর দয়া ও ভালবাসার প্রতি ইসরাইল জাতির বিরক্তি প্রকাশের কারণে তাদেরকে তিরস্কার করছেন। *মহানগর।* ১:২ আয়াত ও নোট দেখুন। কিতাবটি শুরু ও শেষ করা হয়েছে নিনেভের কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে। বেশ অবাক হওয়ার মত বিষয় যে, কিতাবটি পরজাতীয়দের প্রতি আল্লাহ্‌র এক অপ্রত্যাশিত দয়া ও করুণার কথা প্রকাশের মধ্য দিয়ে শেষ করা হয়েছে। *যারা ডান হাত থেকে বাম হাতের প্রভেদ জানে না।* ছোট শিশুর মত (দ্বি.বি. ১:৩৯ আয়াত ও নোট দেখুন), নিনেভের লোকদের জীবনে আল্লাহ্‌র পিতৃসুলভ ভালবাসার প্রয়োজন ছিল। আর অনেক পশুও আছে। আল্লাহ্‌ তুচ্ছ পশুদের প্রতিও ভালবাসা সহকারে চিন্তা করেন (তুলনা করুন ৩:৮ আয়াত ও নোট)।

হযরত ইউনুস

হযরত ইউনুস ৭৯৩-৭৫৩ খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত ইসরাইল এবং আশেরীয়তে নবী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	আশেরীয়তে নীনবী ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং খুব তাড়াতাড়ি বিশাল আশেরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু নীনবী অত্যন্ত মন্দ শহর ছিল।
মূল বার্তা	ইউনুস, যিনি শক্তিশালী এবং মন্দ আশেরীয়দের ঘৃণা করতেন, তিনি আল্লাহ্‌র আহ্বান পেয়েছিলেন আশেরীয়দের সাবধান করার জন্য যে, যদি তারা অনুতাপ না করে তাহলে তারা বিচারদন্ড ভোগ করবে।
বার্তার গুরুত্ব	ইউনুস নীনবীতে যেতে চান নি, তাই তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমাদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য সবসময়ই আল্লাহ্‌র পথ রয়েছে যেন তাঁকে অনুসরণ করি। যখন নবী ইউনুস সেখানে আল্লাহ্‌র কালাম তবলিগ করলেন তখন সেখানকার লোকেরা অনুতাপ করেছিল এবং আল্লাহ্‌ গজব নাজেল করার যে চিন্তা করেছিলেন তা থেকে সরে আসলেন। সবচেয়ে ভয়ংকর অপরাধীও যদি অনুতাপ করে ও গুনাহ্‌ থেকে ফিরে আসে তবে সে গুনাহের ক্ষমা লাভ করে থাকে।
সমসাময়িক নবীগণ	যোয়েল (৮৩৬-৭৯৬?) আমোস (৭৬০-৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

ইউনুস

ইউনুস নামের অর্থ, ঘুঘু। তিনি গাৎ-হেফরীয় মাত্তার পুত্র, ইসরাইলের একজন নবী। তিনি ইসরাইলের পুরাতন সীমানা পুনরায় হস্তগত করার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন (২ বাদশাহ্ ১৪:২৫-২৭)। তিনি অনেক আগে দ্বিতীয় ইয়ারাবিমের সময়ে তাঁর তবলিগ কাজ শুরু করেন এবং এদিক থেকে তিনি নবী হোসিয়া এবং নবী আমোসের সমসাময়িক ছিলেন অথবা তাঁদের অগ্রবর্তী ছিলেন; তদানুসারে আমাদের কাছে যেসব নবীর রচনা আছে, সে সকল নবীর মধ্যে তিনি সবচেয়ে প্রাচীন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনী প্রধানত তাঁর নামে লিখিত কিতাব থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। জীবনীটি প্রধানত তাঁর দুই ধরনের চরিত্রের জন্য আকর্ষণীয়: বিধর্মী নিনেভেতে তবলিগকারী হিসেবে এবং সাধারণ মানুষ হিসেবে।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তাঁকে একটি শত্রু জাতির কাছে আল্লাহ্‌র বার্তা নিয়ে পাঠানো হয়েছিল।
- একটি বড় মাছের পেটে তিন রাত তিন দিন থাকার পরও তিনি বেঁচে ছিলেন।
- একটি বড় শহরের অনেক লোককে তিনি শেষ পর্যন্ত অনুতাপের পথে ফিরিয়ে এনে ধ্বংসে হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর দুর্বলতা ও ভুল:

- তিনি মনে করেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র আহ্বান থেকে তার জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হবেন।
- তিনি ভেবেছিলেন যে, নিজের জীবন দিয়েও তিনি আল্লাহ্‌র আহ্বানকে উপেক্ষা করতে সমর্থ হবেন।
- তিনি মনে করেছিলেন যে, যুদ্ধভাবাপন্ন বাধ্যতার মনোভাব নিয়ে আল্লাহ্‌র আহ্বান উপেক্ষা করতে পারবে।
- তিনি মনে করেছিলেন যে, বিমর্ষ মনোভাব নিয়ে আল্লাহ্‌র আহ্বান বাতিল করতে পারবেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্ আমাদের গভীর মমতায় যত্ন নিয়ে থাকেন, যাদের আমরা ঘৃণা করি ও ভালবাসি না, তাদের জন্যও একই ভাবে তিনি যত্ন নিয়ে থাকেন।
- আল্লাহ্‌র যে সব গোলাম অসচেতন ও অলস তাদের মধ্য দিয়েও তিনি তাঁর পরিকল্পনা কার্যকর করে থাকেন।
- আল্লাহ্ গুনাহ্‌গারদের প্রতি ও তাঁর সেবকদের প্রতি ধৈর্য ধরে থাকেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** গাৎ-হেফর
- **কাজ:** নবী
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: মাত্তা

মূল আয়াত: "কিন্তু ইউনুস মাবুদের সম্মুখ থেকে তর্শীশে পালিয়ে যাবার জন্য উঠলেন; তিনি যাফোতে নেমে তর্শীশে যাবে এমন একটি জাহাজ পেলেন; তখন জাহাজের ভাড়া দিয়ে মাবুদের সম্মুখ থেকে নাবিকদের সঙ্গে তর্শীশে যাবার জন্য সেই জাহাজে প্রবেশ করলেন" (ইউনুস ১:৩)।

ইউনুসের কাহিনী ইউনুস কিতাবে বলা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর কথা ২ বাদশাহ্ ১৪:২৫; মথি ১২:৩৯-৪১;১৪:৪ এবং লূক ১১:২৯,৩২ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনুসের কিতাবে আশ্চর্য কাজ সমূহ	
আল্লাহ্ ভয়ানক ঝড় পাঠিয়েছিলেন।	১:৪
আল্লাহ্ ইউনুসকে গিলে ফেলার জন্য বিরাট এক মাছ পাঠিয়েছিলেন।	১:১৭
আল্লাহ্ মাছটি আদেশ দিয়েছিলেন যেন ইউনুসকে বমি করে ফেলে দেয়।	২:১০
ইউনুসকে ছায়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ লতাগাছ তৈরি করেছিলেন।	৪:৬
লতা গাছটিকে খেয়ে ফেলার জন্য আল্লাহ্ একটি কীটের ব্যবস্থা করেছিলেন।	৪:৭
আল্লাহ্ ইউনুসের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার জন্য গরম বাতাসের ব্যবস্থা করেছিলেন।	৪:৮